প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের মাধ্যমে জরায়ুমুখের প্রাক্-ক্যান্সার এবং ক্যান্সার নির্ণয়ের পদ্ধতি

ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন্ ক্যান্সার

ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন্ ক্যান্সার (IARC) ১৯৬৫ সালে ওয়ার্ল্ড হেল্থ অ্যাসেম্বলি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশনের অধীনে একটি স্বতন্ত্র আর্থিক সংস্থা। এই এজেন্সির কেন্দ্রীয় কার্যালয় লিঅঁ, ফ্রান্স-এ।

এই এজেন্সি একটি বিশেষ গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করে যার মূল উদ্দেশ্য ক্যান্সারের আণবিক বিস্তার ও পরিবেশে সম্ভাব্য কার্সিনোজেন নিয়ে পরীক্ষা করা। এর অঞ্চল-ভিত্তিক গবেষণার ফলাফল সংযুক্ত হয় এজেন্সির জীববিজ্ঞানসংক্রান্ত ও রাসায়নিক গবেষণার বিভিন্ন ফলাফলের সঙ্গে, তা হয় এজেন্সির লিঅঁ ল্যাবরেটরিতে ও গবেষণার যৌথ চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় গবেষণাগারে। এই এজেন্সি ক্যান্সার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

এজেন্সির প্রকাশিত গ্রন্থাদির মূল উদ্দেশ্য হল ক্যান্সার সংক্রান্ত গবেষণা ও তথ্যের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের একটি নির্ভরযোগ্য প্রচারমাধ্যম হওয়া। আই.এ.আর.সি.-র প্রকাশিত গ্রন্থাদির তালিকা এবং তা ইন্টারনেট মাধ্যমে ফরমাশ করবার জন্য দেখুন http://www.iarc.fr/

ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন্ ক্যান্সার **(IARC)**

ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশন

প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণের মাধ্যমে জরায়ুমুখের প্রাক্-ক্যান্সার এবং ক্যান্সার নির্ণয়ের পদ্ধতি

আর. শঙ্করনারায়ণন, এম ডি
ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন্ ক্যান্সার (IARC)
লিঅঁ, ফ্রান্স

রমনি এস. ওয়েসলি, এম ডি
রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টার
থিরুবনন্তপুরম, ভারত

আই. এ. আর. সি.-র প্রয়োগ বিদ্যার প্রকাশিত গ্রন্থ নং ৪১

বাংলা অনুবাদ : ক্যান্সার ফাউন্ডেশন অফ্ ইন্ডিয়া, কোলকাতা, ভারত

ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন্ ক্যান্সার দ্বারা প্রকাশিত,
১৫০ কোর্স অ্যালবার্ট টমাস, ৬৯৩৭২ লিঅঁ সেডেক্স ০৮, ফ্রান্স

© ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন্ ক্যান্সার ২০০৬

ক্যান্সার ফাউন্ডেশন অফ্ ইন্ডিয়া দ্বারা বাংলায় অনূদিত

মূল গ্রন্থ
A Practical Manual on Visual Screening for Cervical Neoplasia
ISBN : 92 832 2423 X.

পরিবেশক : ক্যান্সার ফাউন্ডেশন অফ্ ইন্ডিয়া, ৪৭/২ডি সেলিমপুর রোড
কোলকাতা - ৭০০ ০৩১, ভারত
ফোন : +৯১-৩৩-২৪১৫ ৭৯৭৭, ফ্যাক্স : +৯১-৩৩-২৪০৫ ৬১৬১
ই-মেল : cancer-india@vsnl.net

ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশনের প্রকাশনাগুলির গ্রন্থস্বত্ব, ইউনিভার্সাল কপিরাইট কনভেনশনের ২য় চুক্তির খসড়ার শর্ত অনুযায়ী সংরক্ষিত।

এই পুস্তিকায় উল্লিখিত পদমর্যাদায় কোনো দেশ, অঞ্চল, শহর বা তার কর্তৃপক্ষের অথবা তার সীমান্ত বা সীমানার নির্দেশ বা সেসবের ব্যত্যয় বিষয়ে ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশনের সচিব দফতরের কোনো মতামত নেই।

যদি কোনো বিশেষ সংস্থা বা উৎপাদকের সৃষ্ট বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তার মানে এই নয় যে ওয়ার্ল্ড হেল্থ অর্গানাইজেশন, যাদের নাম উল্লেখ করেনি তাদের বাদ দিয়ে, এদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে বা এদের বিষয়ে কোনো সুপারিশ করছে। ভুলভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনীয়।

গ্রন্থে প্রকাশিত সমস্ত অভিমতের জন্য কেবলমাত্র গ্রন্থকার দায়ী।

অলঙ্করণ ও বিন্যাস ঃ এম. জে. ওয়েব অ্যাসোসিয়েট্স ● নিউমার্কেট ● ইংল্যান্ড
কৃত্তিকা পিতাক্ষারিংকর্ণ - বাংলা সংস্করণ

ভারতে মুদ্রিত

সূচিপত্র

ভূমিকা vii

কৃতজ্ঞতাস্বীকার ix

পরিচ্ছেদ ১ জরায়ুর মুখের স্বাভাবিক গঠন, প্রাক্-ক্যান্সার ও ক্যান্সারের উৎপত্তি ১

পরিচ্ছেদ ২ ৫% অ্যাসেটিক অ্যাসিড দিয়ে পরীক্ষার পদ্ধতি (VIA)..... ১৫

পরিচ্ছেদ ৩ লুগল্স আয়োডিন দিয়ে পরীক্ষার পদ্ধতি (VILI) ২৭

পরিশিষ্ট ১ জরায়ুমুখের ক্যান্সারের পর্যায় নির্ধারণ বা স্টেজিং ৩৭
(FIGO দ্বারা নির্দেশিত)

পরিশিষ্ট ২ সম্মতিপত্র ৩৯

পরিশিষ্ট ৩ VIA এবং VILI-র ফলাফলের রিপোর্ট লেখার নমুনা ৪০

পরিশিষ্ট ৪ জরায়ুমুখের প্রাক্-ক্যান্সারের নির্ণয় ও চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ৪৩
এবং অন্যান্য বস্তুর পরিষ্কার ও নির্বীজন পদ্ধতি

পরিশিষ্ট ৫ ৫% অ্যাসেটিক অ্যাসিড, লুগল্স আয়োডিন ৪৫
ও মনসেল্স পেস্ট তৈরির প্রণালী

অতিরিক্ত পাঠ্য তালিকা..... ৪৮

ভূমিকা

সারা পৃথিবী জুড়ে মহিলাদের মধ্যে যত রকম ক্যান্সার দেখা যায় তার মধ্যে জরায়ুমুখের ক্যান্সার বা সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারের স্থান দুনম্বরে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর সারা বিশ্বে ৪,৫২,০০০ মহিলা এই ক্যান্সারে নতুন করে আক্রান্ত হন। অনেক নিম্ন ও মধ্য আর্থসামাজিক দেশগুলিতে, যেখানে পৃথিবীর প্রায় তিন চতুর্থাংশ মানুষ বাস করে, জরায়ুর মুখের ক্যান্সারই মধ্যবয়সী মহিলাদের মৃত্যুর প্রধান কারণ। জরায়ুমুখের ক্যান্সারের এত প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও এই দেশগুলিতে এই রোগ প্রতিরোধ করবার জন্য কোনো প্রচেষ্টা বা কার্যক্রম প্রায় নেই বললেই চলে। সেইজন্যই জরায়ুমুখের ক্যান্সার ও এই রোগজনিত মৃত্যুর সংখ্যা এই সমস্ত দেশে অনিয়ন্ত্রিতই থেকে যায়। জরায়ুর মুখে পরিপূর্ণ ক্যান্সার হওয়ার আগে সেই স্থানের কোষগুলি দীর্ঘ সময় ধরে প্রাক্-ক্যান্সার পর্যায়ে থাকে। এই প্রাক্-ক্যান্সার পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে স্ক্রিনিং (screening) বলা হয়। স্ক্রিনিং-এর সাহায্যে প্রাক্-ক্যান্সার পর্যায়ে এই রোগ নির্ণয়ের পরে তার চিকিৎসা অত্যন্ত সহজ এবং সময়মত চিকিৎসা করালে ভবিষ্যতে ক্যান্সার হওয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব। স্ক্রিনিং-এর জন্য জরায়ুমুখের কোষ নিয়ে পরীক্ষা বা প্যাপ স্মিয়ার (Pap smear) অত্যন্ত কার্যকর। কিন্তু অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নত জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় এই সব পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। তাই জরায়ুমুখের প্রাক্-ক্যান্সার প্রাথমিক অবস্থায় নির্ণয় করবার জন্য প্যাপ স্মিয়ারের পরিবর্তে কিছু বিশেষ পরীক্ষা ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলছে। প্রযুক্তিগতভাবে দুটি অত্যন্ত সাধারণ স্ক্রিনিং পদ্ধতি এখন প্যাপ স্মিয়ারের পরিবর্তে পরীক্ষামূলকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। সেই দুটি পদ্ধতি হল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (acetic acid) জরায়ুর মুখে লাগিয়ে খালি চোখে নিরীক্ষণ বা ভি.আই.এ. (VIA) এবং লুগল্স আয়োডিন (Lugol's Iodine) জরায়ুর মুখে লাগিয়ে খালি চোখে নিরীক্ষণ বা ভি.আই.এল.আই. (VILI)। এই দুটি পরীক্ষার (VIA এবং VILI) কার্যকারিতা নির্ভর করে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতার ওপর। জরায়ুর মুখের একটি বিশেষ অংশ, যাকে পরিবর্তনশীল অঞ্চল বা ট্রান্সফরমেশন জোন (Transformation zone) বলে তাতে অ্যাসেটিক অ্যাসিড কিংবা লুগল্স আয়োডিন লাগাবার পর যে রং পরিবর্তন হয় তা সঠিকভাবে শনাক্ত করতে স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষ করে তোলা হয়। প্রকাশিত তথ্য অনুসারে প্রাক্-ক্যান্সার নির্ণয়ে VIA -র কার্যকারিতা প্যাপ স্মিয়ারের সমতুল্য। কিছুক্ষেত্রে স্বাভাবিক জরায়ুতে এই পরীক্ষা ভুলবশত অস্বাভাবিক ফল দিতে পারে। VILI -র ক্ষেত্রে গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল থেকে জানা যায় যে এটিও একটি কার্যকারী স্ক্রিনিং পদ্ধতি হতে পারে।

এই বিধি পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য হল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিবিধ কাজে নিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মী, নার্স এবং ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা VIA এবং VILI পরীক্ষাগুলি সঠিকভাবে করতে পারে। গত তিন বছর ধরে এই বিধি পুস্তিকাটির খসড়া জরায়ুর মুখের ক্যান্সার নির্ণয়ের ২২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনায় ব্যবহার করা হয়েছে। এই সমগ্র প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বিল এবং মেলিন্ডা গেট্স্ ফাউন্ডেশন, অ্যালায়েন্স ফর সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার প্রিভেনশন (ACCP)-এর মাধ্যমে। অ্যাঙ্গোলা, বুর্কিনা ফাসো, কঙ্গো, গিনি, ভারতবর্ষ, মালি, মরিটানিয়া, নেপাল, লাওস, সেনেগাল ও তানজানিয়াতে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ বিশেষ ভাবে এই বিধিবইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। বহু প্রতীক্ষিত এই সহজপাঠ্য বইটি স্বাস্থ্যকর্মীদের জরায়ুমুখের ক্যান্সার প্রতিরোধ কার্যক্রমে VIA এবং VILI প্রয়োগ করতে সাহায্য করবে।

পি. ক্লিহিউস, এম. ডি.

ডিরেক্টর, আই. এ. আর. সি.

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

লেখকেরা তাঁদের নিম্নলিখিত সহকর্মীদের আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, যাঁরা এই বিধিবইটির খসড়া পাঠ করে পরিমার্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন :

ডঃ গীতাঞ্জলী আমিন, টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল, মুম্বাই, ভারত

ডঃ পার্থ সারথি বসু, চিত্তরঞ্জন ন্যাশন্যাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, কোলকাতা, ভারত

ডঃ মার্থা জেকব্, এনজেন্ডারহেল্থ, নিউইর্য়ক, এন. ওয়াই., ইউ. এস. এ.

ডঃ জোসে জেরোনিমো গুইবোভিচ, জিনেকোলোজিয়া অঙ্কলোজিয়া, পাটালোজিয়া ম্যামারিয়া, কল্পোস্কোপিয়া, ইনস্টিটিউটো দে এনফেরমেদাদেস নিওপ্লাসিকাস, পেরু

ডঃ বি. এম. নেনে, নার্গিস দত্ত মেমোরিয়াল ক্যান্সার হসপিটাল, বার্ষি, ভারত

ডঃ আর. রাজকুমার, খ্রিস্টান ফেলোশিপ কমিউনিটি হেল্থ সেন্টার, আম্বিলিকাই, ভারত

ডঃ জন সেলারস, প্রোগ্রাম ফর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি ইন হেল্থ, সিয়াটেল, ডবলু. এ., ইউ. এস. এ.

ডঃ সুধা এস. সুন্দর, জন রেডক্লিফ হসপিটাল, অক্সফোর্ড, ইউ. কে.

লেখকেরা তাঁদের নিম্নলিখিত সহকর্মীদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যাঁরা এই বিধিবইটি প্রকাশে অমূল্য অবদান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম দান করেছেন :-

ডঃ জন চেনি, আই. এ. আর. সি., লিঅঁ, ফ্রান্স, যিনি এই বিধিবইটির এডিটিং-এর দায়িত্ব নিয়েছিলেন;

শ্রীমতী ইভ্লিন বেইলী, আই. এ. আর. সি., লিঅঁ, ফ্রান্স, যিনি প্রাথমিক এডিটিং-এর কাজ এগিয়ে নিয়ে যান এবং বইটির বহুবার খসড়াপত্র টাইপ করেন;

মিস্ কৃত্তিকা পিতাক্ষারিংকর্ণ, লিঅঁ, ফ্রান্স, যিনি এই বইটির নকশাচিত্র আঁকতে সাহায্য করেছেন;

শ্রীমতী লক্ষ্মী শঙ্করনারায়ণন, আই. এ. আর. সি., লিঅঁ, ফ্রান্স, যিনি এই বইটির রেখাচিত্র আঁকতে সাহায্য করেছেন;

লেখকেরা তাঁদের ট্রেনিং কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিও কৃতজ্ঞ যাঁরা এই বইটি ব্যবহার করে তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়েছেন।

এই বইটির বাংলা অনুবাদ করবার জন্য লেখকেরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ ডঃ মাকসুদ সিদ্দিকি, সুতপা বিশ্বাস ও ডঃ পার্থসারথি বসু-র কাছে (ক্যান্সার ফাউন্ডেশন অফ্ ইন্ডিয়া, কোলকাতা, ভারত)।